যুগান্তর

তারিখ 19 JAN 2013 পৃষ্ঠা ২০ কলাম ২

শিক্ষামন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক

আন্দোলনরত শিক্ষকদের কর্মসূচি তিন মাসের জন্য স্থগিত

যুগান্তর রিপোর্ট

আন্দোলনকারী শিক্ষকদের একটি অংশকে সরকার বাড়ি পাঠাতে সক্ষম হয়েছে। শিক্ষকদের এই অংশটি এমপিও'র দাবিতে ৭ জানুয়ারি থেকে রাজপথে সহিংস আন্দোলনে অংশ নেয়। শুক্রবার বিকালে তাদের সঙ্গে সরকারের 'সফল' আলোচনা শেষে তারা আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করেছেন। তবে প্রায় ৩০ হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসা বন্ধ করে দিয়ে ধর্মঘটে যাওয়া শিক্ষকদের ব্যাপারে সরকার এখন পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নেয়নি। শুক্রবার তাদের ধর্মঘটের টানা দশম দিন অতিবাহিত হয়।

সংশ্লিষ্টরা জানান, উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকার রাজপথের আন্দোলনকে সামাল দিতে পারলেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সচল হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়নি। তারা আরও জানান, যারা এমপিওর দাবিতে আন্দোলন করছে, চাকরি জাতীয়করণের দাবির প্রতিও তাদের সমর্থন রয়েছে। ফলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধই থাকছে।

এদিকে জাতীয় শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট আগামী ২৩ জানুয়ারি ঢাকায় মহাসমাবেশ কর্মসূচি পালন করবে। ওই কর্মসূচিতে সংগঠনটি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। সংগঠনটির চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ সেলিম ভূঁইয়া বলেন, তারা প্রধানমন্ত্রীকে সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষক-কর্মচারীদের প্রাণের দাবি চাকরি জাতীয়করণের ঘোষণা দেয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন। তিনি এতে উপস্থিত থাকবেন বলে শিক্ষকরা আশা করছেন। তিনি বলেন, যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির ওপর দাঁড়িয়ে বঙ্গবন্ধু প্রাইমারি শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করেছিলেন। তার কন্যা প্রধানমন্ত্রী রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করেছেন। সুতরাং বিনা পয়সায় রাজকোষের কোন অর্থ ব্যয় না করেও সব শিক্ষক-কর্মচারীর চাকরি জাতীয়করণের ঘোষণা দেবেন এবং শিক্ষকদের শ্রেণীকক্ষে ফিরে স্থগিত : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ১

স্থগিত : তিন মাসের জন্য

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

যাওয়ার ব্যবস্থা করবেন।

সরকারের সঙ্গে আলোচনা : ৭ জানুয়ারি থেকে সরকারি বেতন-ভাতা বা এমপিওর দাবিতে আন্দোলন করছিলেন দেশের সাড়ে ৭ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীরা। শুক্রবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের সঙ্গে আন্দোলনকারীদের সংগঠন 'নন-এমপিও শিক্ষক কর্মচারী ঐক্যজোট'র নেতৃবৃন্দের বৈঠক হয়। তাতে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের সভাপতি অধ্যক্ষ মোঃ এশারত আলী। সরকারের পক্ষে শিক্ষামন্ত্রী ছাড়াও শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব এসএম গোলাম ফারুক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রীর বাসভবনে অনুষ্ঠিত ওই বৈঠক শেষে সভাপতি জানান, সরকারের আশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে তারা কর্মসূচি স্থগিত করেছেন। তবে শিক্ষামন্ত্রী বলেছেন, শিক্ষকদের দাবি পূরণের সরাসরি কোন আশ্বাস দেয়া হয়নি। তারা তাদের কথা বলেছেন। আমরা শুনেছি। সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করা হবে। তিনি আরও বলেন, আন্দোলনরত নন-এমপিও শিক্ষক-কর্মচারীরা ৩ মাসের জন্য আন্দোলন কর্মসূচি স্থগিত করেছেন। এর মধ্যে তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সঙ্গে বৈঠক করে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। তিন মাস পর এপ্রিলে ফের বৈঠক করা হবে এসব শিক্ষক নেতার সঙ্গে। সেখানে পর্যালোচনা করা হবে অগ্রগতি।

শুক্রবার বিকাল ৩টার দিকে বৈঠক শুরু হয়। শেষ হয় বিকাল ৫টার দিকে। বৈঠক শেষে এশারত আলী বলেন, শিক্ষকদের এবারের টানা ১২ দিন আন্দোলনের পর এ বৈঠক হল। এতে স্বীকৃতিপ্রাপ্ত ৭ হাজার প্রতিষ্ঠানকে এমপিওভুক্ত করার দাবি নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এমপিওভুক্তির নানা দিকও আলোচনায় উঠে এসেছে। মন্ত্রী বলেছেন, ৩ মাসের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করবেন। তিনি নিজেই আমাদের ব্যাপারে লড়াই করবেন। আরও বলেন, মরিচের গুঁড়া ছিটানোর পরিপ্রেক্ষিতে আহত শিক্ষকের মৃত্যুর বিষয়টি নিয়ে কথা হয়নি।

উল্লেখ্য, এই বৈঠকের আগে পূর্বঘোষণা অনুযায়ী শুক্রবার সকাল ১০টা থেকে আন্দোলনরত শিক্ষকরা সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চে অনশন শুরু করেন। এতে কয়েকশ' শিক্ষক-কর্মচারী এতে অংশ নেন।

লাগাতার ধর্মঘটের ৯ দিন : শিক্ষকদের ধর্মঘট শুরু হয় ৯ জানুয়ারি। ওইদিন সরকারপন্থী একটি সংগঠন শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয়করণের দাবিতে এ কর্মসূচি শুরু করে। পরের দিন সরকারবিরোধী শিক্ষক মোর্চা বলে পরিচিত শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটও ধর্মঘটে যায়। এভাবে ১৩ জানুয়ারি পর্যন্ত মোট ৩৮টি সংগঠন ধর্মঘটে যায়।

ধর্মঘটী শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোটের এক জরুরি সভা শুক্রবার অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন জোটের চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ মোঃ সেলিম ভূঁইয়া। নীতিনির্ধারণীর গুরুত্বপূর্ণ সভায় বক্তব্য রাখেন শিক্ষক নেতা কাজী আবদুর রাজ্জাক, রেজাউল করিম, চৌধুরী মুঈনউদ্দিন মাহমুদ, শামছুল হক, ড. মাহবুবুর রহমান মোল্লা প্রমুখ। সভা থেকে ২৩ জানুয়ারির শিক্ষকদের মহাসমাবেশ কর্মসূচিতে কোন বাধা না দিয়ে তা শান্তিপূর্ণভাবে পালনের ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।